দৈনিক নয়া দিগন্ত

সাতরং

ঢাকা, শুক্রবার, ২৫ জুলাই ২০০৮, ১০ শ্রাবণ ১৪১৫, ২১ রজব ১৪২৯

অবকাশ

- প্রথম পাতা
- শেষের পাতা
- দ্বিতীয় পাতা
- পনের'র পাতা
- সম্পাদকীয়
- উপসম্পাদকীয়
- নগর-মহানগর
- বাংলার দিগন্ত
- ক্রীড়া দিগন্ত
- অর্থ শিল্প-বাণিজ্য
- অন্য দিগন্ত
- চিঠিপত্র
- দিগন্ত সাহিত্য
- আগডুম বাগডুম
- ইসলামী দিগন্ত

পুরনো পত্রিকা

উপসম্পাদকীয়

- দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ায় নির্বাচনের পাঁচমিশালি

দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ায় নির্বাচনের পাঁচমিশালি

শামসুজ্জামান সিদ্দিকী শাহীন

বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে ১৯৫১ সাল থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। শুরুতে ২৬টি প্রদেশে মোট ৪৮৯টি আসন ছিল। আজ তা বেড়ে ৫৪৫টিতে দাঁড়িয়েছে, যার মধ্যে দু'টি ছাড়া বাকি সবক'টিতেই পাঁচ বছরে একবার সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অনির্বাচিত ওই দু'টি আসন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বা ইউরোপীয় সদস্যদের জন্য ১৯৪৭ সাল অর্থাৎ দেশটির স্বাধীনতার পর থেকেই ট্রানজিটরি অ্যারেঞ্জমেন্ট হিসেবে সংরক্ষিত। তথ্যপ্রযুক্তিতে অসামান্য সাফল্যের অধিকারী হলেও দেশটিতে আমাদের মতোই নাগরিকদের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র নেই। নির্বাচনের সময় এরা ব্যবহার করে নির্বাচন কমিশনার প্রত্যায়িত ইলেকশনস ফটো আইডেন্টিটি কার্ড যা সংক্ষেপে ইপিআইসি। আমাদের দেশের মতো এরাও বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রতি পাঁচ বছরে একবার ভোটার তালিকা তৈরি করে। প্রতি দুই কিলোমিটার পর পর ১ হাজার ২০০ জন মানুষের জন্য একটি করে ভোট কেন্দ্র। প্রার্থী হওয়ার জন্য ক্রিমিনাল রেকর্ড, পরিবার-পরিজনের সম্পদের হিসাবসহ শিক্ষাগত যোগ্যতা যাচাইয়ের শর্তাবলি রয়েছে। প্রতীকগুলোর পাশে থাকা নীল বোতাম চেপে ভোটাররা ভোট দিয়ে থাকেন। ভোটার নিবন্ধনের জন্য সারা বছরই উন্মুক্ত। যে কেউই নিজ উদ্যোগে ফরম-৬ পূরণের মাধ্যমে শর্তাবলি মেনে প্রার্থীদের নমিনেশন পেপার দাখিলের আগের দিন পর্যন্ত ভোটার হতে পারেন। সংবিধান অনুযায়ী অসীম ক্ষমতার অধিকারী এ দেশের নির্বাচন কমিশন। ফল প্রকাশের আগ পর্যন্ত পুরো নির্বাচনের সময়ে আদালতের নাক গলানোর সুযোগ নেই। উপরন্তু সিভিল কোর্ট স্থাপনের মাধ্যমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন ব্যাপক ক্ষমতার প্রয়োগ করতে দ্বিধা করে না।

অন্যান্য ব্রিটিশ কলোনির মতো শ্রীলঙ্কাও ১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত ওয়েস্ট মিনিস্টার মডেলের পার্লামেন্ট উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে। প্রথমবারের মতো এ দেশে পূর্ণ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় ১৯৪৭ সালে, কিন্তু সময়ের ব্যবধানে এফপিটিপি (First past the post) বা প্লুরালিটি ভোটিং সিস্টেম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ হয় এবং দেশটি পরে ফ্রেন্স আদলের সরকারব্যবস্থা গ্রহণ করে। জাতিগত যুদ্ধে চরমভাবে বিধ্বস্ত এ দেশটিতে ২২৫ জন সংসদ সদস্য প্রতি ছয় বছর পর পর নির্বাচিত হন, যার মধ্যে ১৯৬ জন বিভিন্ন আসনকেন্দ্রিক সরাসরি ভোটযুদ্ধের মাধ্যমে এবং ২৯ জন পাওয়া ভোটের আনুপাতিক হারে সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। কয়েক যুগ ধরে যুদ্ধে জড়িয়ে থাকলেও এক শ' শতাংশ শিক্ষিত মানুষের দেশ শ্রীলঙ্কা সবার জন্য ন্যাশনাল আইডেন্টিটি কার্ড প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। তাই নির্বাচনের জন্য ভোটারদের আলাদা কোনো কার্ড ব্যবহার করতে হয় না। ভারতের মতো এ দেশেও সারা বছরের যেকোনো সময়ে নির্দিষ্ট ফরম পূরণের মাধ্যমে ভোটার হওয়া যায়। তবে ছয় বছরে একবার দেশব্যাপী পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা তৈরির জন্য নির্বাচন কমিশন উদ্যোগ নিয়ে থাকে। উপমহাদেশের অন্য আরেকটি দেশ পাকিস্তানের নির্বাচনের ইতিহাস প্রথম থেকেই খুব একটা সুখকর নয়। স্বাধীনতার পর থেকে এগার বছর পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ কোনো নির্বাচনের আয়োজন করতে পারেনি পাকিস্তান সরকার। ১৯৫১ সালে প্রথমবারের মতো মার্চ মাসের দশ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে শুধু পাঞ্জাবে ১৮৯টি আসনের জন্য প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাও অনেক অনিয়ম, প্রতারণা ও কারচুপির অভিযোগে ভরা। বার বার বিভিন্নভাবে চেপে বসা সামরিক শাসকের অধীনে অভ্যস্ত এ জাতিটি গণতন্ত্র বা ভোট প্রদানের গুরুত্ব এবং স্বাদ উভয়টিই হারাতে বসেছে। সর্বমোট ৩৪২টি

আসনের ন্যাশনাল এসেম্বলি। সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য দশটি এবং মহিলাদের জন্য ৬০টি, মোট সত্তরটি সংরক্ষিত আসন। অবশিষ্ট ২৭২টি আসনে সরাসরি নির্বাচন হওয়ার কথা প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর। দু'যুগেরও বেশি সময় ধরে এ দেশের কমবেশি মানুষ ন্যাশনাল আইডি কার্ড বহন করে আসছে। তবে বছর তিনেক হলো মোশাররফ সরকার সবার জন্য এটি বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন জাতীয় নির্বাচনের আগে ভোটারদের অতিরিক্ত আরেকটি ভোটার কার্ডও দিয়ে থাকে। নিজ উদ্যোগে যে কেউই ভারত-শ্রীলঙ্কার মতো সারা বছরে ভোটার নিবন্ধীকরণ করতে পারেন।
বহুমুখী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দেশ মালয়েশিয়ায় ১৯৫৯ সালে প্রথম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ দেশও আমাদের মতো এফপিটিপি সিস্টেমের নির্বাচনব্যবস্থা। অর্থাৎ আসনভিত্তিক সর্বাধিক ভোট পাওয়া প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ঈর্ষণীয় সাফল্যের অধিকারী মালয়েশিয়ায় ২১৯ জন হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ ও ৫৬৭ জন স্টেট লেজিসলেটিভের জন্য নির্বাচনব্যবস্থা উন্নত দেশগুলোর চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বরং ১৯৯৯ সালের জাতীয় নির্বাচনে ভোট শেষ হওয়ার মাত্র আধা ঘণ্টার মাথায় ইলেক্ট্রনিক ফলাফল প্রকাশের নির্বাচন কমিশনের ইচ্ছা সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। যদিও তা পরে পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। এটিই ছিল মাহাথিরের সর্বশেষ নির্বাচন। যে মানুষগুলো তাদের প্রিয় জুটি মাহাথির-আনোয়ারকে হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছিল, আনোয়ারের প্রতি মাহাথিরের চরম অমানবিক পদক্ষেপ নেয়ায় সেই মানুষগুলোই তাদের প্রিয় মানুষটির প্রতি কি ঘৃণা প্রকাশ করেছিল, তা স্বচক্ষে না দেখলে হয়তো বিশ্বাস করতাম না। বিদায় বেলায় বেচারা মাহাথির নিশ্চয়ই এ দৃশ্য কামনা করেননি। নিজ দল আমনু (UMNO)'র ব্যাপক জনপ্রিয়তা কমে যাওয়া, ইসলামি দল পাস (PAS)-র অভাবনীয় সাফল্য এবং আনোয়ার ইব্রাহিমের নতুন দল আদল (ADL)'র সরব প্রকাশ শেষ বয়সে মাহাথিরকে হতবিহ্বল করে ছেড়েছিল।
সে যাহোক, আলোচনা করেছিলাম ইলেক্টোরাল সিস্টেম নিয়ে। কোনো নির্বাচনী এলাকায় বসবাসরত যে কেউই নিজ উদ্যোগে ন্যূনতম ২১ বছর বয়সী নাগরিক রেজিস্ট্রেশন সেন্টারে গিয়ে নির্ধারিত ফরম পূরণের মাধ্যমে বছরের যেকোনো সময়ে ভোটার হতে পারেন। এ দেশের প্রতিটি নাগরিকই বারো ডিজিটের দৃষ্টিনন্দন ও উন্নতমানের আইডেন্টিটি কার্ড বহন করে। তাই নির্বাচন কমিশন নতুন কোনো ভোটার কার্ড ইস্যু করার প্রয়োজন মনে করে না। পোস্টাল ভোটিং সিস্টেমের ব্যবস্থায়ও চালু রয়েছে ২০০৩ সাল থেকে। নির্বাচনী আচরণবিধি অত্যন্ত কড়াকড়ি। কোনো বিকৃতিমনা, দেউলিয়া, লাভজনক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নির্বাচনী খরচাদি ব্যয়ে অক্ষম, সাজা খাটা ও বিদেশের নাগরিকত্ব অর্জনকারী ব্যক্তিরা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় দেশটিতে। জামানতের পরিমাণ ১০ হাজার রিংগিত, যা বেশ বড় অঙ্কের টাকা মালয়েশিয়ায় এবং প্রদেয় ভোটের এক-অষ্টমাংশ না পেলে তা অফেরতযোগ্য। নির্বাচনী প্রচারণায় উপমহাদেশের মতো রাস্তাঘাট ব্লক করে জনসমাবেশ, মিছিল-মিটিং, যত্রতত্র পোস্টার, দেয়াল লিখন কল্পনারও অতীত। নির্বাচন নিয়ে জনগণের মধ্যে আলাদা আয়োজনও চোখে পড়ে না। বরং স্বাভাবিকভাবে মানুষ কাজের ফাঁকে ভোট দিয়ে এসে আবার পূর্ব কাজে ব্যস্ত হতে দেখা যায়।
মধ্যপ্রাচ্যের নির্বাচনের ব্যবস্থা নিয়ে নাইবা লিখলাম। এ অঞ্চলের প্রতিটি দেশের মানুষই জাতীয় পরিচয়পত্র, রেশন কার্ডসহ নানা ধরনের ও রঙের কার্ড বহন করে। একনায়কতন্ত্র ও রাজতন্ত্র জনগণকে নির্বাচন করা থেকে বেমালুম ভুলিয়ে রেখেছে। দৃশ্যমান জগতের বাইরে আরেকটি অদৃশ্যমান শক্তিধর জগৎ এ দেশে সরকারি ব্যবস্থা সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে। মিসরে জন্মগ্রহণকারী কানাডায় পড়ুয়া ছাত্র মুহম্মদের মতে, ইলেকশন নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। কারণ জনপ্রিয় ব্যক্তিরা আমাদের দেশে নির্বাচিত হতে পারেন না। হোসনি মোবারকের পর কে প্রেসিডেন্ট হবেন, তাও মিসরীয়রা জানেন। তিনি হলেন গামায়েল বা জামায়েল মোবারক হোসনি মোবারকের বড় ছেলে। পরিশেষে, প্রাসঙ্গিক একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। ইউনিভার্সিটি পুত্র মালয়েশিয়ায় কয়েক মাস পড়ার সময় ইন্টারন্যাশাল হলে নাইজেরিয়ান বন্ধু সাইদের রুমে ফিলিস্তিনের মুআয, জর্ডানের আতিক, লিবিয়ার মুহম্মদ ও মুস্তফা, মিন্দানাওয়ের মঈন ও আমি নিয়মিত আড্ডা দিতাম। মজার মজার রাজনৈতিক আলাপচারিতার এক পর্যায়ে লিবিয়ান দু'জন সঙ্গী এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে গাদ্দাফির গুপ্তচর না থাকায় নিশ্চয়তা পেয়ে বলে, আমাদের পরবর্তী ৮০০ বছরের জন্য শাসক নিয়ে চিন্তিত হতে হবে না। কারণ, বর্তমান লিডারের সুঠাম ও দীর্ঘদেহী সাতটি 'সুযোগ্য' পুত্র ও একটি পালিত কন্যা সন্তান রয়েছে। উল্লেখ্য, জনগণকে প্রায় তিন যুগ ধরে ক্ষমতায় থাকা গাদ্দাফিকে 'লিডার' বলে সম্বোধন করতে হয়। কারণ, তিনি নাকি দেশের সেবক হতে চান, শাসক হতে চান না!

লেখক ঃ কানাডায় এক ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে কর্মরত
ই-মেইল ঃ shahin72@gmail.com

সম্পাদক ঃ আলমগীর মহিউদ্দিন
প্রকাশক ঃ শামসুল হুদা কর্তৃক ১৬৭/২-ই, ইনার সার্কুলার রোড, ইডেন কমপ্লেক্স মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
থেকে প্রকাশিত এবং দিগন্ত প্রিন্টার্স হতে মুদ্রিত। ই-মেইল ঃ সম্পাদক, নির্বাহী সম্পাদক, বার্তা বিভাগ, ফিচার বিভাগ
If you face any problem please click here